ছিন্নমূল নারীদের কথা

অভিমত।।

জাহিদ হোসেন

সংবাদ বৃহস্পতিবার । জুন ২২, ২০০৬

বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের রয়েছে বিচিত্র জীবন ব্যবস্থা। ওই জীবন ব্যবস্থা হলো কষ্টের অনুভুতি দিয়ে গড়া এক বাস্তব জীবন। ওই জীবনের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে জীবনযাপনের অনিশ্চয়তার গ্লানি। শিক্ষা ও সব ধরনের সুযোগবঞ্চিত ওই নারী সমাজের জীবন এতটাই অমানবিক ও কষ্টের যে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বোঝা যায় না। তাদের কষ্টের মূলে রয়েছে তারা ভূমিহীন কর্মহীন সুযোগবঞ্চিত মানুষ। তারা দেশের উল্লেখযোগ্য অংশ। দেশে এতো কিছু হলেও উন্নয়নের প্লাবনে দেশ ভেসে গেলেও ওইসব গরিব মানুষের জীবনে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি। এসব হতদরিদ্র নারীর উচ্চকাপক্ষা না থাকলেও জীবনের প্রতি রয়েছে তাদের স্বাভাবিক মমত্ববোধ। সেই মমত্বের টানে এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা প্রতিদিন হন্যে হয়ে কাজের সানে ছুটতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গ্রামে কাজ বলতে রয়েছে শুধু ভূমি শ্রমিকের কাজ। নারী হয়ে তারা এই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ওই কাজে তারা যে মজুরি পেয়ে থাকে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এই উপার্জন দিয়ে সংসার, সন্তান ও জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তাদের জন্য রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গ্রামের নারীরা অধিকাংশই স্বামীনির্ভর। ওই নির্ভরতাই তাদের একমাত্র সম্বল। স্বামী যা রোজগার করে তাতে চলে না। তাই তারা বাড়তি রোজগারের জন্য ওই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। ওই পেশায় তাদের থাকে না কোন মর্যাদা। রাস্তার মেয়ে বলে সবাই তাদের ঘৃণায় চোখে দেখে থাকে। এক ধরনের হীনম্মন্যতার মানসিকতা নিয়ে তাদের ছেলেমেয়েরা বেড়ে ওঠে। গ্রামের ওইসব মানুষেরও রয়েছে জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা। তারাও বাঁচতে চায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে। কিন্তু বৈষম্যের এই সমাজে তাদের নেই কোন সামাজিক মর্যাদা। প্রকৃতির সঙ্গে বসবাসের ফলে তারা ভুলে যায় তাদের অধিকারের কথা। তারা বসবাস করছে আদিম ও বর্বরতার কালে। এদেশের নারীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও জীবনমুখী। তারা কাজ করতে চায়। এতো পরিশ্রম করেও তাদের নেই কোন সমৃদ্ধ জীবন। গ্রামে গেলে দেখা যায় তাদের অসুন্দর জীবনের ছবি। সেই ছবি আসলে গ্রামবাংলার নারীদের জীবনের ছবি। আমি আমার পেশার সূত্রে প্রতিদিন গ্রামে যাই।

গ্রামে গিয়ে যে দৃশ্য আমি দেখি তা বর্ণনা করা যায় না। এই জীবন কি মানুষের জীবন হতে পারে আমার ভাবতে খুব কষ্ট হয়। সুন্দর জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার কোনটাই তাদের সাধ্যের মধ্যে নেই। তারপরও তারা বেঁচে আছে জীবনকে ভালবেসে। বঞ্চিত জীবনের কথা বলতে গেলে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই বলতে হয়। আর এই বলার মধ্যে ফুটে উঠে অবহেলিত জীবনের প্রকৃত জীবনচিত্র। গ্রাম আমায় আকর্ষণ করে। গ্রামের নারী সমাজের যে চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে আসে তা আবহমান বাংলার নারী সমাজের চিত্র নয়। বাংলার ছিন্নমুল নারীসমাজ আজ নানাভাবে নিগৃহীত। তাদের জীবন-জীবিকার নেই কোন নিশ্চয়তা বাংলার নারীরা চিরকালই পরিশ্রমী; কিন্তু সেই পরিশ্রমের একটা মর্যাদা চিরকালই ছিল আমাদের সমাজে। এখন আর তা নেই। তারা এখন নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। এ দেশের নারীদের জীবনমানের উন্নয়নের কথা বলে এনজিওরা কাজ করলেও তাদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে এসব নারীর স্বনির্ভর হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ দেখা গেছে, এনজিওদের ঋণের যে নিয়ম তা দিয়ে কোন গরিব পরিবার কখনোই সচ্ছল হতে পারে না। গ্রামের বেশির ভাগ রাস্তা মাটির তৈরি। আর এই রাস্তা যাদের শ্রমে গড়া তারা হলেন দুস্থ মহিলা। বিদেশ থেকে সাহায্য আসে এই রাস্তাগুলো নির্মাণের জন্য। এই রাস্তাগুলোর মেরামত কাজ যারা করেন তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ভুমিহীন, অর্থহীন বেকার নারীসমাজ। তাদের মধ্যে রয়েছে শিশু, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার অকারে ভরা। সব অর্থেই তাদের জীবন দুর্বিসহ। গরিব ও অসচ্ছল বলে তারা এ কাজ করে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিয়েছে। তাছাড়া তালাকপ্রাপ্ত অনেক মেয়ে স্বামীর নির্যাতনের কারণে বাবা-মার বাড়িতে এসে এ কাজ করছে। ওই কাজ পেতে হলে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বাদের আবার ঘুষ দিতে হয়। স্থায়ীভাবে নিয়োগ পেতে হলে চেয়ারম্যানের কাছে ধরনা দিতে হয়। বিধবা মহিলারা জীবনের প্রয়োজনে মাটি কাটার কাজ করছে। অনুসানে দেখা যায়, পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে তাদের মজুরি কম। এতে তাদের মনে রয়েছে নানা ক্ষোভ, বাধ্য হয়েই তারা কম মজুরিতে কাজ করে। রাস্তায় খোয়া ভাঙাসহ অনেক কঠিন ও শ্রমলব্ধ কাজের সঙ্গে তারা জড়িত। যে কাজ করতে শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় সে কাজও তারা পুরুষের পাশাপাশি করে যাচ্ছে। গ্রামের রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষরোপণ কাজের সঙ্গেও তারা জড়িত। কঠোর পরিশ্রম করে তারা এ কাজ করছে। বাল্যবিবাহের কারণে স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে অনেক কিশোরী রাস্তার কাজ করে

থাকে।
দশকের পর দশক ধরে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র দখল করে আছে বর্বররা। শক্তি ও সম্পদ ছাড়া এই বর্বররা আর কিছুই বোঝে না। মানুষকে কষ্টের রেখেই তাদের সুখ। তাদের গভীর ষড়যন্ত্র ও লোভের শিকার এসব দুস্থ ছিন্নমুল নারীসমাজ। শাসকদের দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির ফলেই ওইসব নারী আজ এতো কষ্টকর জীবনযাপন করছে। বর্বর শাসকরা তাদের জীবনের সব সুখ কেড়ে নিয়েছে। বর্বররা বাংলাদেশে এখন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভু। পৃথিবীর কুখ্যাততম ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দারিদ্র্য। তা এতোই নারকীয় যে, এর ফলে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের মনে কোন মানবিক আবেগ নেই।
বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্ন জেল শহর চুয়াডাঙ্গা। এখানে রয়েছে নানা পেশার মানুষ। সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় এখানে চলে নানা বেআইনি কাজ। এ কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এখানে অস্ত্রসহ নানা ধরনের চোরাচালান হয়। একশ্রেণীর দালাল ও টাউটরা পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর যোগসাজশে এ কাজ চালিয়ে যায়। বেকার ছিন্নমুল নারীদেরও এ কাজে কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে এ কাজ চলে। সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে প্রতিদিন ডিজেল চোরাচালান হয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। মাদক ও নারী পাচারের সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এই অঞ্চলের নারীসমাজ। ফলে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। তাছাড়া শিক্ষা উপকরণের মুল্য বৃদ্ধির কারণে ছোটবেলা থেকে তারা স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ঝুঁকে পড়ছে অনৈতিক-অসামাজিক কাজের দিকে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমতা না থাকায় এ জেলার সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষজন উন্নয়ন থেকে আজও বঞ্চিত। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট তেমন ভাল না হওয়ায় জেলা শহরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। দামুড়হুদা থেকে মজিবনগর পর্যন্ত পাকা সড়কটি বর্তমানে যান চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে এ রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল করে। যে কোন সময় চলন্ত বাস দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। মৃত্যু হতে পারে নিরীহ মানুষের। এখানে যারা পার্লামেন্টের প্রতিনিধিত্ব করেন তারা এলাকার উন্নয়নের কথা ভাবেন না। তারা থাকেন ঢাকায়। ভোটের সময় তারা ভোট সংগ্রহের জন্য এলাকায় আসেন। কিছু মিথ্যা কথা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে গ্রামের সরল মানুষদের ভোট তারা সংগ্রহ করেন। তারপর আবার ঢাকা। গ্রামের মানুষ এখন কিছুটা

সচেতন। এজন্য এইসব ভণ্ড ও দলবাজ রাজনীতিবিদদের প্রতিহত করতে দলমত নির্বিশেষে সবার সচেতন থাকা দরকার।
>>